Subject: Anthropology
Class note for GE-4 (4th Sem)
Unit IV: Prehistoric Culture:
By - Dr. Som Prasad Giri

Mesolithic in India

Mesolithic যুগকে মানব সংস্কৃতির একটি পর্যায় হিসাবে গণ্য করা হয়। Upper Palaeolithic এবং Neolithic সংস্কৃতির মধ্যবর্তী পর্যায় হল Mesolithic। আজ থেকে প্রায় 10,000 বছর আগে অর্থাৎ প্লাইস্টোসিনের অবসানের সাথে সাথে তুষার যুগেরও অবসান হয়। এর ফলে ভূপৃষ্ঠে নানান পরিবর্তন দেখা যায়। একই সাথে উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতেও নানা পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল। এই পরিবর্তিত পরিবেশে মানুষ নানাভাবে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছিল। এই যুগ মধ্য প্রস্তর যুগ (Mesolithic age) নামে পরিচিত। এই যুগে জীবিকার ক্ষেত্রে বিশেষ কোন পরিবর্তন দেখা যায় নি। শিকার ও সংগ্রহ ছিল প্রধান জীবিকা। সংগ্রহের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ফলমূল, কন্দ, মধু প্রভৃতি সংগৃহীত হত। এই সময় Fishing এর মত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজটিকে, সাথে সাথে নদীতে, ঝিনুকের সংগ্রহ করা হত। এছাড়া Fowling বা পাখী শিকার এই সময় শুরু হয়। দলবদ্ধ শিকার পদ্ধতির বদলে একক শিকারের প্রবণতা বেশী দেখা যায়। মানুষ সেই সময় স্থায়ী বসবাস করার পক্ষপাতী হয়। যেখানে সারা বছরের খাদ্য পাওয়া যেত। শেষ প্রস্তর যুগে মানুষ কেবল নদী তীরবর্তী অঞ্চলেই বসবাস করত। কিন্তু মধ্য প্রস্তর যুগে মানুষ বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। যেখানেই তারা প্রাকৃতিক সম্পদ পেয়েছে, সেখানেই তীরবর্তী অঞ্চলে বসবাস করে প্রকৃতিকে গ্রহণ করার চেষ্টা করেছে।

এই যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল ছোট ফলক পাথরের তৈরী ক্ষুদ্রাশ্ম, এগুলির আকার ছিল সেমিটার-সিটারের মধ্যে, এগুলিই জ্যামিতিক ও অজ্যামিতিক আকারের, Triangle, Trapezee, Lunet, Crescent

Scanned by CamScanner

Core, flake, Scraper, Burin, Borer এই হাতিয়ারগুলির উপাদান খুব গুরুত্ব ছিল, যার ফলে বহন কার্য সহজসাধ্য হত, হাতিয়ার নির্মানের প্রধান উপাদান quartz, quartzite, chert, flint, agate, chalcedony, jasper.

ক্ষুদ্রাস্ত্রগুলি কখনও একক ভাবে আবার কখনও সম্মিলিতভাবে ব্যবহার করা হত, কয়েকটি ক্ষুদ্রাস্ত্রকে পরপর রেখে কোন কাঠ, হাড় বা শিং এর হাতলে গেঁথে দেওয়া হত, ফলে একটি করাতের আকার ধারন করত, যা দিয়ে বিভিন্ন কাজে হাতিয়ারটিকে ব্যবহার করতে পারত, ক্ষুদ্রাস্ত্রের সাথে কোন কোন স্থান থেকে অতি নিম্ন মানের মৃৎপাত্র নির্মানেরও সন্ধান পাওয়া গেছে।

Europe এ মধ্য প্রস্তর সংস্কৃতির নিদর্শন আদর্শ স্তর থেকে পাওয়া গেছে, কিন্তু ভারতে খুব কম জায়গা থেকেই আদর্শ স্তর বিন্যাস আবিষ্কৃত হয়েছে। তবে ক্ষুদ্রাস্ত্রের সংখ্যা ও প্রচুর, যা প্রমান করে মধ্য প্রস্তর সংস্কৃতির অস্তিত্ব ছিল। তবে মধ্য প্রস্তর সংস্কৃতি ভারতে অনেকদিন ধরে বিরাজ করেছিল, 4000 বছর আগে পর্যন্ত কোন কোন অঞ্চলের মধ্য প্রস্তর সংস্কৃতির অস্তিত্ব ছিল এবং পাশাপাশি নব্যপ্রস্তর, তাম্র প্রস্তর এমনকি লৌহ যুগের অস্তিত্বও প্রমাণ পাওয়া গেছে, ফলে অনেক ক্ষেত্রেই এই সব সংস্কৃতির কিছু বস্তু সামগ্রী সংমিশ্রিত অবস্থায় পাওয়া গেছে, তাই মধ্য প্রস্তর সংস্কৃতির একক চিত্র ভারতে খুব একটা স্পষ্ট নয়।

বিভিন্ন পরিবেশের Ecological zones এর উপর ভিত্তি করে ভারতের মধ্য প্রস্তর সংস্কৃতিকে চারটি অঞ্চলে ভাগ করা যায়—

a) নদী তীরবর্তী অঞ্চল (River side)
b) সামুদ্র উপকূল অঞ্চল (Seacoast side)
c) বালুকাময় মরু অঞ্চল (Sandy and desert area)
d) অরন্যময়, পার্বত্য ও গুহা অঞ্চল (Forest, hilly, Cave area)

Scanned by CamScanner

a) নদীতীরবর্তী অঞ্চল :—

i) সরাইনাহারাই : Prof. G.R. Sharma এই Site টি আবিষ্কার করেন, উত্তর প্রদেশের গাঙ্গেয় উপত্যকায় এই Site টি অবস্থিত, এটি ভারতবর্ষের মধ্য প্রস্তর যুগের একমাত্র Site — যা পলিমাটিতে অবস্থিত, এই সংস্কৃতির মানুষের বসবাসকাল আবিষ্কৃত হয়েছে, সময়ের দিক থেকে বিচার করলে এর আবির্ভাব অনেক পরে অর্থাৎ হরপ্পা সংস্কৃতিরও পরে, কিন্তু সাংস্কৃতিক দিক বিচার করলে এই সংস্কৃতির মধ্য প্রস্তর যুগের অন্তর্গত, এই যুগের ~~সংস্কৃতির~~ হাতিয়ার গুলি হল — Microlithic Blade, flake, Scraper, Borrer, —

Burin, Point, Lunate, Trapezee, triangle, Crescent এছাড়া কিছু নিম্নমানের মৃৎপাত্রও আবিষ্কৃত হয়েছে — এদের জীবিকা ছিল - শিকার ও সংগ্রহ।

ii) বীরভানপুর : Dr. B.B. Lal এই Site টি আবিষ্কার করেন, — বর্ধমান জেলার দুর্গাপুরের দামোদর নদীর তীর থেকে, সময়ের দিক থেকে এটি প্লাইস্টোসিনের একেবারের শেষের দিকে, সুতরাং অন্যান্য Mesolithic Site এর থেকে অনেক প্রাচীন, হাতিয়ার গুলির বেশীর ভাগই Microlithic এবং জ্যামিতিক আকারের, হাতিয়ার গুলি হল - Flake, Lunate, Scraper, Point, Burin, Borrer, Blunted back knife, এগুলি chart, quartz, quartzite ও fossilwood -এ নির্মিত, মানব কঙ্কাল আবিষ্কৃত হয়নি, কিন্তু অস্থায়ী কুটীর নির্মানের প্রমানও পাওয়া গেছে, এদের জীবিকা ছিল - শিকার ও সংগ্রহ।

b) সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চল :—

i) টেরিসমুঃ তামিলনাড়ুর তিন্নেভেলি জেলার তামরপার্নি নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে এই Site টি অবস্থিত, এর আবিষ্কারক হলেন জুয়ানার ও জারলকিন, এই Site টি স্থানীয়ভাবে এই কলিঙ্গপট্টাকে বলে টেরিসম প্রস্তরীভূত বালুকাময় স্তূপে অবস্থিত, উল্লেখযোগ্য হাতিয়ার গুলি হল — Flake, Blunted back knife, Scraper, Point, Arrowhead, chopper, Lunate, Trapizyee ও Triangle, Lunate এর সংখ্যা বেশী, chart, quartz, quartzite দিয়ে হাতিয়ারগুলি তৈরী, এদের জীবিকা ছিল শিকার ও সংগ্রহ, এই অঞ্চলটির সময়কাল ছিল - 4000 B.C.

Scanned by CamScanner

ii) গাদ্দিভেলি: মহারাষ্ট্রে বম্বের কাছে সালসেট দ্বীপে এই Site টি অবস্থিত, এই Site টির আবিষ্কারক ছিলেন Wood, এদের জীবিকা ছিল শিকার এবং সংগ্রহ, এই যুগের উল্লেখযোগ্য হাতিয়ার গুলি - Trapizee, Traiangle, Lunate, Scraper, Flake, এগুলি সবই ছিল - Microlithic, এই অঞ্চলের সময়কাল ছিল হলোসিন যুগ,

c) বালুকাময় মরু অঞ্চল:

i) বাগোর: রাজস্থানের মরু অঞ্চলে এই Site টি অবস্থিত এই Site টির আবিষ্কারক ছিলেন V.N. Mishra. এই Site টির সময়কাল ছিল ৫০০০ B.C. হাতিয়ারের উপাদান ছিল - Jasper, Agate,

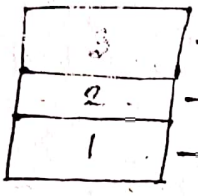

→ 600 B.C - 200 A.D (Iron Age)
→ 2,800 B.C - 600 B.C. (Chalcolithic)
→ 5,000 B.C. - 2,800 B.C. (Mesolithic)

① এই স্তরে বিভিন্ন ধরনের ক্ষুদ্রাশ্ম পাওয়া গেছে - Blunted Back knife, Triangle, Trapizee, Scraper, Borrer, Burin, Point, এদের জীবিকা ছিল শিকার, সংগ্রহ ও পশু-পালন, এরা পাথরের তৈরি গোলাকার কুটীরে বসবাস করত, মৃতদেহকে কবর দিত,

② এই স্তরে তামার হাতিয়ার ও মৃৎপাত্র,

③ এই স্তরে লোহার হাতিয়ার,

ii) লাথাল: গুজরাটে সবরমতী নদীর বালুকাময় অঞ্চলে এই Site টি আবিষ্কৃত হয়েছে, এর আবিষ্কারক হলেন সাঙ্কালিয়া (Sankalia), এর সময়কাল ছিল 2000 BC. - কেবলমাত্র বালির উপর ভিত্তি করে এই Site টিকে ৬টি স্তরবিন্যাস করা হয় -

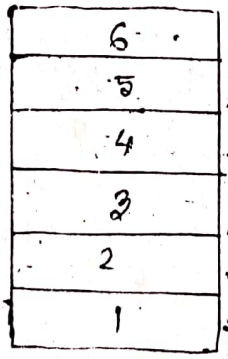

} Iron-Age - লোহার দ্রব্য, মৃৎপাত্র
} Chadcolithic - তামার দ্রব্য, মৃৎপাত্র
— Mesolithic
— কবর

এদের জীবিকা ছিল শিকার ও সংগ্রহ,

② স্তর (Microlithic) - Scraper, Burin, flake, Lunate, Trapizee, Traingle, Blunted back knife - পাথরের তৈরি

Scanned by CamScanner

পদ্ধতিতে হাতিয়ারগুলি তৈরী হত, হাতিয়ার তৈরীর উপাদান ছিল - Agate, Jaspen,

① এই থেকে নির্মাতাদের - হাঁড়ু মেড়ার কবর আবিষ্কৃত হয়েছে,

② অরণ্যময় পার্বত্য অঞ্চল :-

i) আদমগড় : মধ্য প্রদেশের হাঁচমারি পাহাড়ের গুহা থেকে বহু নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে, এই সংস্কৃতি আবিষ্কৃত হয়েছিল হলোসিনের শুরুতে, কিন্তু শেষ অনেক পরে, এর সময়কাল ছিল ৮৮০০ B.C - 100 A.D. এর আবিষ্কর্তা ছিলেন Joshi, (A.D - After Death)

এই অঞ্চলে হাতিয়ারের সঙ্গে সঙ্গে মৃৎপাত্রের টুকরো পাওয়া গেছে, বহু পশুর হাড় পাওয়া গেছে — যা প্রমান করে এরা শিকার করত, কুকুর, বানর, ছাগল প্রভৃতিকে পোষ মানানোর প্রমান পাওয়া গেছে, উল্লেখযোগ্য হাতিয়ার হল - Point, Lunate, Traingle, Trapizyee, Scraper, flake, Boomerang, Blunted back knife, cleaver, গুহা ও শুহ্য থেকে কিছু চিত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। খনন কার্য চালিয়ে দুটি স্তর পাওয়া গেছে,

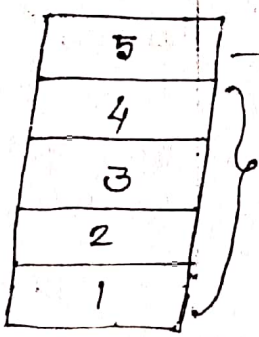

ii) ভীমবেটকা : মধ্য প্রদেশের ভূপালের কাছে Site টি অবস্থিত, এর আবিষ্কার করছিলেন Wukankar. এর সময়কাল ছিল - ৮০০০ B.C, বহু গুহা থেকে মধ্য প্রস্তর সংস্কৃতির বহু নিদর্শন পাওয়া গেছে, এই Site টি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য কারন গুহার দেওয়াল ও ছাদ থেকে বহু গুহাচিত্র আবিষ্কৃত হয়েছে।

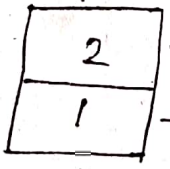

① এর উল্লেখযোগ্য হাতিয়ার হল ক্ষুদ্রাশ্ম - Trapizyee, Traingle, Lunate, Scraper, Crescent, Cleaver — কোন মৃৎপাত্র পাওয়া যায় নি, নির্মাতাদের কিছু কঙ্কাল আবিষ্কৃত হয়েছে,

② এর - ব্যবহার নির্মিত মৃৎপাত্র ও তামার দ্রব্য পাওয়া গেছে।

Scanned by CamScanner

উপরোক্ত বলা হয়েছে সমগ্র ইউরোপ সহ ভারতের সহ প্রত্নসংস্কৃতি সম্পর্কিত Europe-এর ক্ষেত্রে কিছুটা ভিন্নমত কিন্তু নিশ্চিতভাবে বলা যায় ভারতে mesolithic ছিল সহ সুমেরে microlithic - এই সংস্কৃতি অন্যত্র কোথাও neolithic বা chalcolithic-এ সরাসরি উন্নীত হয়নি।

প্রত্নসংস্কৃতির সমুদয় বস্তু একসঙ্গে ব্যবহৃত, মূলতঃ শিকারের ব্যবহৃত। যোগাযোগের সুবিধার জন্য কাঠ ব্যবহার করত। কিন্তু এখন ব্যবহৃত হয়নি। যোগাযোগ শিকারে ও সংগ্রহের সুবিধার জন্য নৌকা সরঞ্জাম ব্যবহৃত।

Scanned by CamScanner